যুগান্তর

তারিখ 20 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

শায়খুল হাদিসের মাদ্রাসা দখল

সেলিম জাহিদ

অন্য সাধারণ রাজনৈতিক নেতা ও প্রভাবশালীর মতোই দেশের প্রবীণ আলেম ও খেলাফত মজলিসের আমীর শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকও চারদলীয় জোট সরকারের সময় মোহাম্মদপুর জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসাটি দখল করে নিয়েছিলেন। চারদলীয় জোটের শীর্ষ নেতা হওয়ার দাপটে পুলিশ প্রশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় ৫ সন্তান ও ৬ নাতিসহ পুতরা মুফতি শহীদুল ইসলাম এমপি ও তার ক্যাডার বাহিনী দিয়ে মাদ্রাসাটি দখল করেন শায়খুল হাদিস। শুধু

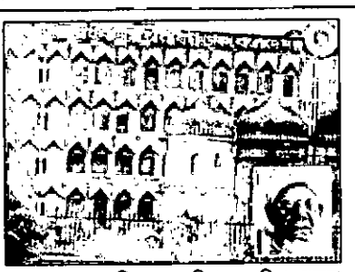

মোহাম্মদপুরে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা ভবন। ইনসেটে শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক

তাই নয়, শায়খুল হাদিস মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও সরকার অনুমোদিত পরিচালনা পরিষদের সদস্যদেরও মাদ্রাসাছাড়া করেন। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাদ্রাসা থেকে বিতাড়িত বৈধ পরিচালনা কমিটি মাদ্রাসার কর্তৃত্ব ফিরে পেতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যৌথ বাহিনী, র‍্যাব ও মোহাম্মদপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি জামিয়া রাহমানিয়ার মোতাওয়াল্লি ও সভাপতি আহমদ ফজলুর রহমান, ওয়াকিফ আলহাজ মুহাম্মদ আলী ও মহাসচিব আলহাজ দখল : পৃষ্ঠা ৭ : ক ৪

দখল : মাদ্রাসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবদুর রহীম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন। তারা মাদ্রাসার প্রকৃত পরিচালকদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সুযোগ দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। অবশ্য জামিয়া রাহমানিয়ার প্রকৃত পরিচালনা কমিটি বিতাড়িত হওয়ার পর ২শ' গজ দূরে অভির নামে আরেকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জামিয়া রাহমানিয়া থেকে বিতাড়িত অধ্যক্ষ মাওলানা হিফজুর রহমান ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। বর্তমানে উভয় মাদ্রাসাতেই ছাত্রসংখ্যা প্রায় সমান। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পরপরই মাদ্রাসাটি পুনর্দখলের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সংকটাপন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা আর হয়নি। জরুরি অবস্থা জারির পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এ নিয়ে দুই মাদ্রাসার ভেতর উত্তেজনা চলছে। সূত্র দাবি করেছে, জামিয়া রাহমানিয়া বেদখল হতে পারে— এ আশংকায় গত রমজানে দুই মাদ্রাসায় বার্ষিক ছুটি কার্যকর করা হয়নি। দুই মাদ্রাসাতেই উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী আলহাজ মুহাম্মদ আলী গং মোহাম্মদপুরের ঐতিহাসিক শাতমসজিদের পশ্চিম পাশে ১৯৮৬ সালে ১৬ কাঠা জমির ওপর মাদ্রাসাটির গোড়াপত্তন করেন। '৮৮ সালের ৯ নভেম্বর ও '৯২ সালের ৩ ডিসেম্বরে তারা পৃথক দুটি নিবন্ধিত দলিলে মাদ্রাসাটি ওয়াকফ করেন। যৌথ মূলধন কোম্পানি থেকে নিবন্ধনও করা হয়। জনগণের আর্থিক সহযোগিতায় মাদ্রাসাটি এখন ৫ তলা ভবনে রূপ নিয়েছে। শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক ছিলেন মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালে তার বিরুদ্ধে বেশকিছু অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে শায়খের ছেলে মাওলানা মাহফুজুর রহমান পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে বহিষ্কারের পরও তাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগে চাপ দেন। পরে সেই মাওলানা মাহফুজুল হকই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হন। তার বিরুদ্ধে চারিত্রিক স্খলনেরও অভিযোগ রয়েছে। শায়খের ছেলে মামুনুল হককে উগ্রতা ও রাজনীতি সম্পৃক্ততার কারণে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করা হলে শায়খ আবার তাকে ফিরিয়ে আনেন। নিজের ছেলে ও নাতিদের বেলায় তিনি কোন নিয়ম মানতেন না। শিক্ষক নিয়োগ ও অব্যাহতি প্রদানেও ব্যাপক অনিয়ম করেন। জানা গেছে, একবার মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মোস্তাক আহমদ শরীয়তপুরী মাওলানা মাহফুজের বিরুদ্ধে সমকামিতার লিখিত অভিযোগ করেন। শায়খপুত্রের বিরুদ্ধে এ অভিযোগের বিচার না করে উল্টো অভিযোগকারী শিক্ষককে তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি দেয়া হয়। মাদ্রাসার পাঠ্যবই ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে। জানা গেছে, শায়খ তার নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান রশীদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রতিবছর বেশি দামে কয়েক লাখ টাকার বই কিনতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতেন। একবার হজে থাকার কারণে একজন শিক্ষক মাওলানা গোলাম মাওলা অন্য লাইব্রেরি থেকে কম দামে বই কেনেন। তিনি হজ থেকে ফিরে এ ঘটনা শুনে ক্ষুব্ধ হন। এমনকি বই ফেরত দিতে বাধ্য করে ওই শিক্ষককে বহিষ্কার পর্যন্ত করেন। এ ধরনের বেশকিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ হলে শায়খ স্বেচ্ছায় '৯৯ সালের ১ আগস্ট অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করে কেবল শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে থাকেন। কিন্তু এরপরও তিনি নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি দলীয় রাজনীতিতে ছাত্র-শিক্ষকদের জড়িত করেন। শায়খের ছেলেরা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে রাজনীতি করেন। এর মধ্যে চতুর্থ ছেলে মামুনুল হক ঢাকা মহানগর খেলাফত মজলিসের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। রাজনীতির অভিযোগে মামুনুল হকসহ ৫ ছাত্রকে কমিটির চাপে শায়খুল হাদিস নিজেই বহিষ্কার করে পরে আবার নিজের ছেলেকে ফিরিয়ে আনেন। শুধু তাই নয়, অভিযোগ রয়েছে প্রথম প্রথম মাদ্রাসার ছাদে জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদের মুফতি হান্নান গ্রুপকে প্রশিক্ষণ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। অবশ্য পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে হরকতের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়।

এসব অনিয়মের কারণে কমিটি শায়খুল হাদিসকে শিক্ষকতা ও পরিচালনা কমিটি দুটি থেকেই অব্যাহতি দেয়। এ অবস্থায় উত্তরবঙ্গের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাওলানা নূরুদ্দীন গওহরপুরীর অনুরোধে কমিটি শায়খকে মাদ্রাসায় একটি ক্লাস নেয়ার অনুমতি দেয়। কিন্তু তিনি মাদ্রাসার ক'জন শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে কুৎসা রটান। এর মধ্যে কোন নৈতিক ও যুক্তিসঙ্গত অধিকার ছাড়াই ২০০০ সালের ৬ মে আকস্মিক কয়েকশ' দলীয় ক্যাডার ও সন্ত্রাসাদি নিয়ে মাদ্রাসা দখলের চেষ্টা চালান। কিন্তু পরিচালনা কমিটির প্রতিরোধের মুখে প্রথম দফায় তিনি ব্যর্থ হন। এ ঘটনায় শায়খকে শিক্ষকতা থেকে আবার অব্যাহতি দিলে বসুন্ধরা ইসলামিক রিচার্স সেন্টারের পরিচালক মুফতি আবদুর রহমান ও যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মাহমুদুল হাসানের অনুরোধে আবারও তাকে শর্তসাপেক্ষে অধ্যাপনার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু ২০০০ সালের ১ জুলাই তিনি আবারও মাদ্রাসা দখলের চেষ্টা করলে কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। চার মাসের মাথায় চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এলে তিনি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। ২০০১ সালের ৩ নভেম্বর স্থানীয় বিএনপি ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় পুতরা মুফতি শহীদুল ইসলাম এমপি তার ক্যাডার বাহিনী এবং শায়খুল হাদিসের পরিবারের সদস্যরা মাদ্রাসাটি দখল করেন।

অনুমোদনবহির্ভূত পারিবারিক কমিটির মাধ্যমে পরে নিয়মবহির্ভূতভাবে তিনি একচ্ছত্র আধিপত্যে মাদ্রাসাটি নিয়ন্ত্রণ করছেন। আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মাদ্রাসার নাম ব্যবহার করে চাঁদা সংগ্রহ করছেন। মাদ্রাসাটিকে দলীয় রাজনীতিতে ব্যবহার করছেন। নিজের ছেলে-নাতিদের অধিকাংশকে শিক্ষক হিসেবে অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়েছেন। জোট সরকারের ৫ বছর ত্রাণের চাল নিজ খোরাকি ছাত্রদের কাছে বিক্রি করেছেন।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে শায়খুল হাদিসের তৃতীয় ছেলে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার অধ্যক্ষ মাওলানা মাহফুজুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, তারাও শুনছেন এবং কিছু পদক্ষেপের ব্যাপারে বুঝতে পারছেন— প্রতিপক্ষরা জোর করে হলেও মাদ্রাসা দখল করবেন। তবে তারা পাল্টা কোন ব্যবস্থা না নিয়ে আইনের আশ্রয় নেবেন বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, যেহেতু এ ব্যাপারে আদালতে মামলা রয়েছে, আদালতই সিদ্ধান্ত দেবেন মাদ্রাসাটি কে পরিচালনা করবে। এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা মাহফুজ বলেন, ২০০১ সালের আগে পর্যন্ত মাদ্রাসাটি ওয়াকফ হয়নি। যদি হয়ে থাকে তা অবৈধভাবে হয়েছে। কারণ মাত্র ২০০২ সালে ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়ে মাদ্রাসাটি নিবন্ধনের জন্য দুটি আবেদন জমা পড়ে। পরে ওয়াকফ প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে সহকারী প্রশাসক ৬ অক্টোবর ২০০৩ সালে একপত্রে লিখেছেন, দেওয়ানি মোকদ্দমা ৪১০/২০০১ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তালিকাভুক্তি ও মোতাওয়াল্লি নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না।

শায়খুল হাদিসের অনিয়ম-দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সম্পর্কে পুত্র মাওলানা মাহফুজ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা অভিহিত করে বলেন, যারা এখন হুজুরের বিরুদ্ধে বলছেন, হুজুর যখন অধ্যক্ষ ছিলেন তখন তারাই হুজুরের প্রশংসা করে বক্তব্য দিয়েছেন। এসব মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির মিটিংয়ের কার্যতালিকায় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলেন, পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিনি বা তার কোন ভাইকে বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেনি। তিনি দাবি করেন, স্বজনপ্রীতি নয়— ছেলে ও নাতিদের নিয়মতান্ত্রিকভাবেই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে পারিবারিক কমিটি দিয়ে মাদ্রাসা পরিচালনার বিষয়ে মাওলানা মাহফুজ বলেন, ১২/১৩ সদস্যের কমিটিতে পরিবারের ২/১ জন সদস্য থাকতেই পারে। এটা অপরাধের কী?

মাদ্রাসার জমি ওয়াকফের বিষয়ে মাওলানা মাহফুজের দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে জামিয়া রাহমানিয়ার সভাপতি ও মোতাওয়াল্লি আহমদ ফজলুর রহমান বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে একাধিক দাবিদার থাকলে বা এ নিয়ে সিভিল মামলা থাকলে ওয়াকফ প্রশাসক আদালতের রায় ছাড়া তালিকাভুক্ত করতে পারেন না। কিন্তু রাহমানিয়ার জমি নিয়ে একাধিক দাবিদার নেই। তবে দুটি পরিচালনা কমিটির দাবিদার রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ওয়াকফ প্রশাসক প্রথমদিকে কিছুটা বিভ্রান্তিতে ছিল। কিন্তু পরে বুঝতে পেরে গত ২৬ জানুয়ারি ২১ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ কমিটিকে সরকারের ওয়াকফ প্রশাসন থেকে ৩ বছরের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। বর্তমান সভাপতি ও মোতাওয়াল্লি নিযুক্ত হন আলহাজ আহমদ ফজলুর রহমান। এটিই বৈধ কমিটি। শায়খুল হাদিসের পক্ষে জমির কোন মালিক নেই, তারপরও কোন যুক্তিতে তারা ওয়াকফে নিবন্ধন চেয়েছেন তা কারও বোধগম্য নয়। তিনি বলেন, আইনে যদি সম্ভব হতো তাহলে বিএনপি সরকারের সময়ই তাদের পক্ষে নিবন্ধন দেয়া থেকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। কারণ তখন সবই ছিল তাদের পক্ষে। ক'দিন পরপরই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে শায়খুল হাদিসের ছবি ছাপা হতো। অন্যদিকে মাওলানা মাহফুজ ও পিতা শায়খুল হাদিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অপরাধী কখনও অপরাধ স্বীকার করে না, এটাই স্বাভাবিক। তবে বিষয়টি তদন্ত করলেই এর সত্যতা প্রমাণ হবে।